বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মদিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৪ শ্রাবণ ১৪২৪, ০৮ আগস্ট ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

আমার মা ও জাতির পিতার সহধর্মীনি, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিনে এই মহীয়সী নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আজ তাঁর ৮৭তম জন্মবার্ষিকী। তিনি ১৯৩০ সালের এই দিনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

আগস্ট বাঙালির শোকের মাস। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৫ আগস্টের শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। স্মরণ করছি, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রম হারানো দু' লাখ মা-বোনকে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্র জাতির পিতার সঙ্গে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। হত্যা করে আমার তিন ভাই-মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ জামাল এবং শেখ রাসেল, দুই ভাইয়ের নবপরিণীতা স্ত্রী-সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে।

সেদিন হত্যা করা হয়-জাতির পিতার সহোদর শেখ নাসের, ভগ্নিপতি কৃষক নেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি এবং তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বেবী সেরনিয়াবত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, রিন্টুসহ আমাদের পরিবারের ১৮জনকে। জাতির পিতার সামরিক সচিব কর্নেল জামিলকেও হত্যা করা হয়।

সুধিবৃন্দ,

বঙ্গমাতা সম্পর্কে মানুষ খুব সামান্যই জানে। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে ও প্রচার বিমুখ ছিলেন। তাই বঙ্গমাতার অবদান লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে গেছে।

বেগম মুজিব খুব অল্প বয়সে মা-বাবাকে হারান। আমার দাদা-দাদীর কাছে বেড়ে ওঠার সময় অল্প বয়সে তাঁর মধ্যে সাহস, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা গড়ে উঠেছিল।

বঙ্গমাতা ছিলেন স্বামী-সংসার অন্তঃপ্রাণ বাঙালি নারী এবং শোষিত-নিপীড়িত জনসাধারণকে মুক্তির চেতনায় জাগিয়ে তোলার সংগ্রামে স্বামীর পাশে থাকা সহযোদ্ধা। আম্মা অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আব্বাকে সহায়তা করতেন।

আম্মা জেলখানায় দেখা করতে গেলে আব্বা তাঁর মাধ্যমেই দলীয় নেতাকর্মীদের খোঁজখবর পেতেন। আব্বার দিক-নির্দেশনা আম্মা নেতাকর্মীদের পৌঁছাতেন। আব্বা কারাবন্দী থাকলে সংসারের পাশাপাশি সংগঠন চালানোর অর্থ আম্মা যোগাড় করতেন।

আম্মা চাইলে স্বামীকে সংসারের চার দেয়ালে আবদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কখনও ব্যক্তিগত-পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকাননি। ফলে আমরা সন্তানরা বঞ্চিত হয়েছি এবং আম্মাকেই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।

আমার মায়ের ভোগ বিলাসিতার প্রতি মোহ ছিল না বলেই আব্বা নির্দ্বিধায় মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন। বছরের পর বছর কারাগারে ছিলেন। কারাগার থেকে মুক্ত হলে ব্যস্ত থাকতেন আন্দোলন-সংগ্রাম আর সংগঠন নিয়ে।

পরিবারের প্রধান বারবার জেলে গেলে সেই পরিবারের গৃহকর্ত্রীর কী অবস্থা হয়? কেমন সাহস, শক্তি আর মনোবল থাকলে সেই গৃহকর্ত্রী সংসার পরিচালনা করতে পারেন!

আমার মায়ের অনুভূতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জাতির পিতা তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন-**''রেণু আমাকে যখন একাকী পেল, বলল, জেলে থাক আপত্তি নাই। তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখ। তোমাকে দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। তোমার বোঝা উচিত আমার দুনিয়ায় কেউ নাই। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গেছেন, আমার কেউই নাই। তোমার কিছু হলে বাঁচব কি করে? কেঁদেই ফেলল।''**

আম্মা মানুষের মুক্তির জন্য আব্বার সংগ্রামী চেতনা বুঝতেন এবং সহযোগিতা করতেন। আব্বাও আম্মার সাহস, মনোবল, ত্যাগ, বিচক্ষণতা, দুঃখ-কষ্ট সব বুঝতেন।

১৯৫১ সালের ঘটনা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাব্বিশ-সাতাশ মাস বিনাকারণে কারাবন্দী থাকার পর- মুক্তির দাবিতে অনশন করতে গিয়ে মুমূর্ষু হয়ে পড়েন। তখন শেষ বার্তা মনে করে চারজনের কাছে চারখানা চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জাতির পিতা আম্মার সম্পর্কে তাঁর ভাবনার কথা লিখেছেন।

আব্বা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে আম্মা সম্পর্কে লিখেছেন, **''রেণুর দশা কী হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে দুইটার অবস্থাই বা কী হবে? তবে আমার আব্বা ও ছোট ভাই ওদের ফেলবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলছিলাম হাচিনা, কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না।''**

সুধিবৃন্দ,

আম্মার উৎসাহেই জাতির পিতা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লিখেছিলেন। ''অসমাপ্ত আত্মজীবনী''র শুরুতে তিনি সে সম্পর্কে লিখেছেন - **''আমার সহধর্মিনী একদিন জেলগেটে বসে বলেন- বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।''**

এই প্রসঙ্গে জাতির পিতা তাঁর জীবনী গ্রন্থে আরও বলেন, **''আমার স্ত্রী যার ডাক নাম রেনু- আমাকে কয়েকটা খাতাও কিনে জেলগেটে জমা দিয়ে গিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা করে খাতা কয়টা আমাকে দিয়েছেন। রেণু আরও একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাই আজ লিখতে শুরু করলাম।''**

বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্যারোলে মুক্তি নিতে চাপ দেওয়া হয়। মা'কে ভয় দেখানো হয়েছিল- **'পাকিস্তানীদের শর্ত না মানলে তিনি বিধবা হবেন'**। কিন্তু মা কোন শর্তে মুক্তিতে রাজী হননি। আব্বাও প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানে পাকিস্তান সরকার আব্বাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৭১ এর ৭ই মার্চ। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় যাওয়ার আগে দুপুরে খাওয়ার পরে আব্বা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আম্মা এবং আমি তাঁর সাথে ছিলাম। সেদিন জাতির পিতা কী বলবেন- সে সম্পর্কে অনেকে অনেক পরামর্শ দেন। আম্মা বলেছিলেন, **'তোমার চেয়ে বাংলার মানুষকে কে ভাল জানে। তোমার মন যা চায়-তুমি তাই বলবে।'** ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা স্বাধীনতা ঘোষণার পরই পাকিস্তানী সেনারা আমাদের বাড়ি আক্রমণ করে। আব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কামাল ততক্ষণে মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। আমরা গ্রেফতার এড়াতে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আশ্রয় নিতে থাকি।

মাস দু'য়েক এভাবে থাকার পর পাকিস্তানী বাহিনী মগবাজারের একটি বাড়ি থেকে আমাদের আটক করে ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে নিয়ে আসে। সেই বাড়ির কঠোর নিরাপত্তা ভেদ করে জামালও মুক্তিযুদ্ধে চলে যায়।

দেশ স্বাধীনের পরও আমরা জানতে পারিনি, আব্বা বেঁচে আছেন কি-না। স্বাধীনের ২২ দিন পর ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি বিবিসি জানায়, **'আব্বা পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।'**

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস আম্মার যে মনোবল দেখেছি, তা ছিল কল্পনাতীত। স্বামীকে পাকিস্তানীরা ধরে নিয়ে গেছে। দুই ছেলে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে। তিন সন্তানসহ তিনি গৃহবন্দী। যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন কিন্তু আম্মা মনোবল হারাননি।

অসীম সাহস এবং ধৈর্য্য নিয়ে আম্মা সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। তিনি আল্লাহকে স্মরণ করতেন। ৭১'র মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে বন্দী অবস্থায় আম্মা অধিকাংশ সময় হাতে তসবিহ নিয়ে পড়তেন।

৭১-এ বিজয় এলো ১৬ই ডিসেম্বর। আমরা মুক্তি পেলাম ১৭ই ডিসেম্বর। জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পন করেছে। কিন্তু পাকবাহিনী আমাদের গৃহবন্দী করে রেখেছে। আম্মা সেদিন পাকিস্তানী হাবিলদারকে ডেকে বলেন, **'তোমাদের নিয়াজী সারেন্ডার করেছে, তোমরাও করো (হাতিয়ার ডাল দো)।'**

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সম্ভ্রমহারা নির্যাতিতা নারীদের জন্য আমার মা নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও জীবিকার ব্যবস্থা করেন।

বঙ্গমাতা বিলাসিতা প্রশ্রয় দেননি। ছেলেমেয়েদের সেই আদর্শেই গড়ে তোলেন। আব্বা পাকিস্তান আমলে মন্ত্রী ছিলেন। চা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে বিত্ত-বিলাসিতার মোহ কখনও তৈরি হয়নি। আমার মায়ের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

পাকিস্তানে জাতির পিতাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানোর চেষ্টা হয়। সাড়ে নয় মাসের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি দেশে ফিরে আসেন।

জাতির পিতা দেশ পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক মুক্তির কাজে হাত দেন। তখনেই শুরু হয় গভীর ষড়যন্ত্র। জাতির পিতার মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং সহকর্মীদের উপর আস্থা ছিল। রাষ্ট্রপতি হয়েও তিনি ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে থাকতেন।

ঘাতকচক্র ভীত ছিল, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউ বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়াবে। তাই খুনীরা গৃহবধু, অন্তঃসত্ত্বা মা, শিশু কাউকে বাঁচতে দেয়নি।

আল্লাহর অদৃশ্য ইশারায় আমরা দুই বোন সে সময় বিদেশে ছিলাম। বিদেশে যাওয়ার সময় সবাইকে রেখে গেলাম। ১৫ দিন পরে শুনি কেউ নেই। পিতামাতা, ভাই, আত্মীয়-স্বজন সব হারিয়ে বেঁচে থাকা যে কত কষ্ট-যন্ত্রণার!

জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর ৬ বছর আমাদের দুই বোনকে দেশে ফিরতে দেয়নি। এই সময় প্রতিটা মুহূর্ত আমাদের বেঁচে থাকার লড়াই করতে হয়েছে। দেশে ফেরার পর সেনাশাসক জেনারেল জিয়া ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের স্মৃতি বিজড়িত বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নস্যাৎ করতে জাতির পিতাকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। তার পর ঘাতকরা দেশটাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উল্টোরথে চড়িয়ে দেয়। দেশ বিরোধী সেই ষড়যন্ত্র এখনও অব্যাহত আছে। বর্তমান জঙ্গিবাদ '৭৫-এ জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট বিষ ফোঁড়া।

ঘাতকেরা বঙ্গমাতাকে হত্যা করেছে। তাঁর আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-ত্যাগের মহিমা, দেশপ্রেম আর মানুষের প্রতি ভালবাসার আদর্শে বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে আছেন, চিরকাল বেঁচে থাকবেন। তাঁর গুণাবলী ও মানবিক মূল্যবোধে নতুন প্রজন্ম উজ্জীবিত হোক - এই কামনা করি।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতি সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...